ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 73 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২২৯ ● কলকাতা ● ০৬ ভাদ্র, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২৩ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 36

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তাই দেওয়া জিনিসটা কি ছিল, তা জানা আমার কাছে মোটেই মহত্ত্বপূর্ণ ছিল না। ঐ আঁঠা একটু তিতা ছিল, কিন্তু আমি খেয়ে নিয়েছি। এটা দেখে গুরুদেবের চেহারার উপর যে সন্তুষ্টি দেখেছি তা দেখে ঐ তিতা আঁঠাও আমার কাছে মিষ্টি লেগেছে। সন্ধ্যা হতে যাচ্ছিল। আমরা দুজনে আস্তে আস্তে নিজেদের গুহার দিকে চলতে শুরু করলাম। আর সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে আমি সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ঐ আঁঠা খাওয়াতে আমার ক্ষুধা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে সোজা ঘুমিয়ে পড়লাম।

**ক্রমশঃ**

# TMC-কে সরিয়ে পরিবর্তনের' ডাক মোদির

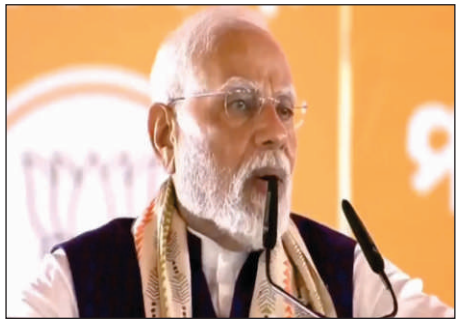

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

শুক্রবার রাজ্যে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মেট্রোর তিনটি সম্প্রসারিত লাইনের উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক সভাও করেন মোদি। দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠ থেকে তৃণমূল সরকারকে সরিয়ে রাজ্যে 'আসল পরিবর্তনের' ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদি। দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের মাঠে বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' থেকে একাধিক বাণে তৃণমূলকে নিশানা মোদির।নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'বাংলায় সত্যিকারের পরিবর্তন প্রয়োজন, নতুন আলোর প্রয়োজন। প্রথমে কংগ্রেস, বামেদের সরকার ছিল বাংলায়। এরপর ১৫ বছর আগে পরিবর্তন হয়েছিল, মা-মাটি-মানুষে ভরসা করেছিলেন মানুষ। কিন্তু আগের থেকে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। ভর্তি দুর্নীতি, মা-বোনেদের অত্যাচার বেড়েছে, অপরাধ তৃণমূল সরকারের মুখ। যতদিন বাংলায় তৃণমূল সরকার থাকবে, ততদিন বাংলার উন্নয়ন বন্ধ হয়ে

এরপর ৩ পাতায়

# মন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী অপসারণ বিল পাশ করাতে পারবে কেন্দ্র

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দাগ লাগলেই যাবে গদি। সংসদে নতুন বিল পেশ করেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। দুই কক্ষে বিলটি পেশ করলেও ভোটাভুটির দিকে এগোয়নি কেন্দ্রের শাসকদল। বরং আলোচনার জন্য বিলটিকে পাঠানো হয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে। কারণ সংখ্যার হিসাবে বলছে, ভোটাভুটি হলেও এখনই বিলটি পাশ করানোর জায়গায় নেই মোদি সরকার।সমস্যার এখানেই শেষ নয়, এই বিল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কিত। যদি ধরেও নেওয়া যায়, বিলটি লোকসভা এবং রাজ্যসভার বাঁধা যাবে তাতেও বিলটিকে অর্ধেকের বেশি রাজ্যের বিধানসভায় পাশ করাতে হবে। সেটা অবশ্য বিজেপির পক্ষে খুব একটা কঠিন কাজ নয়।বুধবারই লোকসভায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন (সংশোধনী) বিল ২০২৫, সংবিধান (১৩০ তম সংশোধনী) বিল ২০২৫ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্বিন্যাস (সংশোধনী) বিল ২০২৫। ওই বিলগুলি মূলত সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে আনা। গুরুতর অপরাধের সঙ্গে জড়িত কোনও মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী নিজের পদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচ না পান, সেটাই নিশ্চিত করা হবে ওই বিলে। প্রস্তাবিত ওই বিলে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীপদে আসীন অবস্থায় কেউ যদি গুরুতর অপরাধে ৩০ দিনের বেশি জেলে থাকেন তাহলে তাঁকে পদ থেকে অপসারণ করা হবে। তবে বিলটিতে এখনও ভোটাভুটি হয়নি। আসলে সংখ্যার হিসাব বলছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার এখনই বিলটি পাশ করানোর মতো জায়গায় নেই। নিয়ম অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ করাতে হলে দুই তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন পড়ে। লোকসভায় এই মুহূর্তে সাংসদ সংখ্যা ৫৪২ জন। সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ করাতে হলে অন্তত ৩৬১ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এনডিএর হাতে রয়েছে মোটে ২৯৩ জন সাংসদ। যদি ইন্ডিয়া এবং এনডিএ জোটের বাইরে থাকা সব দলও এনডিএ-কে সমর্থন করে, তাতেও ৩৬১ জন সাংসদের সমর্থন জোগাড় করতে পারবে না বিজেপি। রাজ্যসভাতেও পরিস্থিতি একইরকম। শূন্যপদ বাদ দিলে এই মুহূর্তে ২৩৯ জন সাংসদ রয়েছেন উচ্চ কক্ষে। সেখানেও সংবিধান সংশোধনী পাশ করাতে গেলে সমর্থন প্রয়োজন ১৬০ সাংসদের। এনডিএ-র হাতে রয়েছে ১৩২ জন। বিজেডি, বিআরএস এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস সমর্থন করলেও এনডিএ এই সংখ্যায় পৌঁছতে পারবে না। সেক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক ক্রস ভোট না হলে বা ইন্ডিয়া ভুক্ত কোনও দল সমর্থন না করলে বিল পাশ করানো অসম্ভব।

# আধারকে কমান্যতা দেওয়া পরামর্শ? কমিশনকে বোঝাল সুপ্রিম কোর্ট

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আধারই 'শেষ কথা', নির্বাচন কমিশনকে আবার বুঝিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। ১১টি নথি অথবা আধার কার্ড নিতে হবে কমিশনকে, পরামর্শ শীর্ষ আদালতের। শুক্রবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে চলছিল বিহারে বিশেষ এবং নিবিড় পরিমার্জন মামলার শুনানি।তবে এটা প্রথম নয়। এর আগের শুনানিতেও কমিশনকে একই পরামর্শ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে বেঞ্চ। খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়া ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম-নথি প্রকাশের অন্তর্বর্তী নির্দেশের পাশাপাশি, যে সকল ভোটাররা নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করতে চান, তাদের নথি যাচাইয়ের জন্য আধারকে মান্যতা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন বিচারপতিরা। সেখানেই বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যে

সকল ভোটাররা খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তারা তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য কমিশনের ডিক্লারেশন ফর্ম অনুযায়ী ১১টি নথি অথবা আধার কার্ড জমা দিতে পারেন।এই মামলার শুনানির শুরু থেকে আধার কার্ডের বিরোধিতা করেছে কমিশন। শীর্ষ আদালতকে তারা জানিয়েছিল, ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করা অসম্ভব নয়। তাই এটিকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে মানতে নারাজ তারা। অবশ্য, দিন-দিন যত শুনানি এগিয়েছে কমিশনের সেই যুক্তিও যেন ধোপে টেকেনি। এই দেশে বহু মানুষেরই জন্ম শংসাপত্র নেই। আধার-ভোটারই তাদের ভরসা। সেই কার্ডই বাদ গেলে কীভাবে কোনও নাগরিক নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করবে? এই প্রশ্ন উঠেছিল নানা মহলে। উল্লেখ্য, এদিনের শুনানি পর্বে কমিশনকে আধারে 'গুরুত্ব' দেওয়ার কারণ বুঝিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আইন সংক্রান্ত সংবাদমাধ্যম 'লাইভ ল'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমিশনকে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, "আপনাদের যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তার দিকে নজর দিন। যখন পরিমার্জনের কাজ হয়েছে, সেই সময় আধারকে মান্যতা দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন এই আধারকে প্রয়োজনীয় নথি হিসাবে চিহ্নিত করলে, ভোটার যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সময় অনেকটা বাঁচবে। তাই একবার ভেবে দেখুন।"

(১ম পাতার পর)

# TMC-কে সরিয়ে পরিবর্তনের' ডাক মোদির

থাকবে। এখন বাংলার সবাই বলছে টিএমসি যাবে, তখনই আসল বদল আসবে। টিএমসি যাবে, তবেই আসল পরিবর্তন আসবে। পরিবর্তন শুধু স্লোগানে নয়, কাজেও দেখাতে হবে। সেই পরিবর্তন যাতে মানুষ চাকরি পায়, মা-বোনেদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হয়, কৃষকরা ফসলের দাম পায়। অপরাধ-দুর্নীতি হলে জেলে থাকতে হবে, এমন পরিবর্তন চাই। এই পরিবর্তন বিজেপিই নিয়ে আসতে পারে। বাঁচতে চাই, বিজেপি চাই'...বাংলায় বললেন নরেন্দ্র মোদি।বাংলার উন্নয়নে টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র- এই মর্মে একাধিকবার সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতানেত্রীরা। এদিন সেই ইস্যুতে কড়া বার্তা নরেন্দ্র মোদির। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যার হিসেবে সবচেয়ে বড় রাজ্যগুলির একটি। পশ্চিমবঙ্গের সামর্থ্য না বাড়লে বিকশিত ভারতের যাত্রা সফল হবে না। বিজেপি মনে করে, বাংলার উদয়, তবেই বিকশিত ভারতের জয়। এই জন্য গত ১১ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সব রকম সহযোগিতা করেছে। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য ইউপিএ জমানার ৩ গুণ টাকা দিয়েছে। রেলের জন্যও বাংলার বাজেট আগের চেয়ে ৩ গুণ বাড়ানো হয়েছে'।

এরপরই মোদির ভাষণে উঠে আসে, 'বাংলায় উন্নয়নের সামনে একটা প্রতিবন্ধকতাও আছে। যে টাকা আমরা উন্নয়নের জন্য পাঠাই, তার অধিকাংশই লুটে নেওয়া হয়। দিল্লির পাঠানো টাকা আপনাদের জন্য খরচ হয় না। দিল্লির পাঠানো টাকা তৃণমূল ক্যাডারদের জন্য খরচ হয়। এই জন্য গরিব কল্যাণ যোজনায় পশ্চিমবঙ্গ অন্য রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে। কয়েক বছর আগে অসম, ত্রিপুরারও একই অবস্থা ছিল।' এরপর পরিবর্তনের ডাক তুলে নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'কিন্তু যখন থেকে বিজেপি সরকার হয়েছে, গরিব কল্যাণের লাভ মিলছে সেখানে। অসম ত্রিপুরায় ঘর ঘর জল, আবাসের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। বাংলাতেও এই সুবিধা পেতে হলে বিজেপি সরকার চাই এখানেও। টিএমসি যাবে, বিজেপি আসবে, এটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গ সময়ে সময়ে নতুন চেতনা দিয়েছে, পুনর্জাগরণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে'

# দুস্থ অসহায় রোগীর পাশে দাঁড়ালেন ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

**হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা**

ফালাকাটা পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের বাগানবাড়ির বাসিন্দা রুমা বণিক স্বামী মৃত সুনীল বণিক।তিনি বেশ কিছুদিন আগে আসাবধনতা বসত নিজের বাড়িতে পড়ে গিয়ে তার কোমরের হার ও শিরদাঁড়ায় চোট পায়।পরবর্তীতে কোচবিহারে চিকিৎসা করেও সুস্থ না হাওয়ায় অবশেষে তিনি বিহারের পাটনায় শল্যচিকিৎসকের কাছে তার অস্ত্রপচার হবে।জানা যায় তিনি খুবই দরিদ্র পরিবারের মহিলা।বাগানবাড়ী রাস্তার ধারে চায়ের দোকান করে রুজি রোজগার চলে।বর্তমানে তার পরিবারে সংসার চালানোর উপযুক্ত কেও নেই। তার এক মেয়ে বিউটি বণিক উচ্চমাধ্যমিক পাশ। তার এই খবর শোনার পর চলে যায় ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মলয় সরকার ও ৬নং ওয়ার্ড সভাপতি মুকুল বর্মন সহ দলের অন্যান্য কর্মীদের হাত দিয়ে ওই অসহায় রোগীর হাতে কিছু অর্থ তুলে দেন।ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভব্রত দে জানান,ওই রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি আসুক।ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পরিবারটি পাশে ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে তার আশ্বাসও দেন।

# বিহারের গয়ায় ১২,০০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

**নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট, ২০২৫**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিহারের গয়ায় ১২,০০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বলেন, গয়ার দ্রুত উন্নয়নে একযোগে কাজ করে চলেছে কেন্দ্র এবং বিহার সরকার।

একদিনে একসঙ্গে এতগুলি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী জানান, এই প্রকল্পগুলি বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং নগরোন্নয়ন সহ প্রধান প্রধান ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। বিগত ১১ বছর ধরে তাঁর সরকারে বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরে শ্রী মোদী বলেন, গোটা দেশে গরিবদের জন্য ৪ কোটি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু বিহারেই ৩৮ লক্ষের বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। তিনি জানান, গয়া জেলাতেই ২ লক্ষের বেশি পরিবার তাদের নিজেদের পাকা বাড়ি পেয়েছে। প্রত্যেক গরিব মানুষের হাতে পাকা বাড়ি তুলে না দেওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, অপারেশন সিঁদুর ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন দিক নির্দেশ করেছে। ভারতের মাটিতে জঙ্গি পাঠিয়ে কিংবা হামলা চালিয়ে কেউই রেহাই পাবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, বিহারের দ্রুত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির অভিযোগ তুলে বিরোধীদের নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদের বিভেদমূলক রাজনীতির জবাব দেবেন বিহারের মানুষ। বক্সারে আজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন শ্রী মোদী। অন্যদিকে ঔরাঙ্গাবাদে নবিনগর সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। এরপর ৬ পাতায়

# সম্পাদকীয়

## উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 'খেলা' শুরু

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 'খেলা' শুরু। কঠিনও। দু'পক্ষই একে অপরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রতিদিন নয়া কৌশল নিচ্ছে। এবার যে অনায়াসে জয় আসবে না, খেলার শুরুতেই তা বুঝতে পেরেছে সরকার পক্ষ। বিরোধীরা আগের চেয়ে অনেক সংঘবদ্ধ। তাছাড়া সংসদের দুই কক্ষেই শক্তি কমেছে কেন্দ্রের শাসক দলের।বিজেডির লোকসভায় সাংসদ না থাকলেও রাজ্যসভায় ৬ সাংসদ রয়েছেন। তাই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এবার ইন্ডিয়া জোট আগেরবারের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ। গতবার লোকসভায় কংগ্রেস ছিল ৫৪ আসন। এবার বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ। আবার তৃণমূল বা ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টির শক্তিও অনেক বেড়েছে। জগদীপ ধনকড় যখন নির্বাচিত হন, সেসময় লোকসভায় বিজেপির একার ৩০২ সাংসদ ছিল। তারপর শরিকদের সমর্থন ছিল। রাজ্যসভাতেও অনেকটাই এগিয়ে ছিল এনডিএ। এবার বিজেপির ২৩৫ সাংসদ। ফলে নির্ভর করতে হচ্ছে নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নায়ডু, চিরাগ পাসোয়ানদের ওপর। এছাড়াও ছোট ছোট শরিকদের কাছে সমর্থনের জন্য হাত পাততে হচ্ছে। এই লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবীন পট্টনায়কে। তিনি অবশ্য এখনও কোনও শিবিরকেই কথা দেননি। সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত হবে, জানাচ্ছে তাঁর দল।তৃতীয় পক্ষ কারা? যারা এনডিএ বা ইন্ডিয়া কোনও জোটেই নেই। কারা আছেন এই পক্ষে। আপাতত তিনটি বড় দল। এদের মধ্যে রয়েছে অন্ধ্রের ওয়াইএসআর কংগ্রেস, তেলেঙ্গানার ভারত রাষ্ট্র সমিতি আর ওড়িশার বিজেডি। এর মধ্যে ওয়াইএসআর কংগ্রেস এনডিএকে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। আবার ভারত রাষ্ট্র সমিতির মুখে কুলুপ। এই পরিস্থিতিতে এনডিএ এবং ইন্ডিয়া দুই জোটেরই নজর ওড়িশার প্রাক্তন শাসকদল বিজেডির দিকে। সূত্রের খবর, গত দু'দিনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কে জাতীয় স্তরের দুই শীর্ষ নেতার ফোন পেয়েছেন। একজন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপরজন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

বুধবার বিজেডি প্রধানকে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। পট্টনায়েককে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তাতেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেডির সমর্থন নিশ্চিত করতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। আবার এর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আসরে নামে কংগ্রেস। খোদ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ফোন করেছেন পট্টনায়ককে। আসলে এই মুহূর্তে ওড়িশায় নবীনের লড়াই সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে। তাই এতদিন জাতীয় ইস্যুতে বিজেপির পাশে থাকলেও এবার বিজেডি বিজেপির পাশে থাকবেই এমন নিশ্চয়তা নেই। কংগ্রেসও সুযোগ বুঝে টোপ দিয়ে রাখছে।

# জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাতাশতম পর্ব)

নূপুরের ধ্বনিতে ভ'রে গেলো স্বর্গলোক। বেহুলার নৃত্যে এক অসাধারণ ছন্দ। মুগ্ধ হল দেবতারা। তারা বেহুলাকে বর প্রার্থনা করতে বললো। সে তার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করলো। মহাদেব রাজি হলো তাতে।মনসা এসে বললো, আমি লখিন্দরকে ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি চাঁদ আমার পুজো করে।' বেহুলা তাতে রাজি হল, এবং বললো, তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে আমার শ্বশুরের সব কিছু। ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর পুত্রদের, তাঁর সমস্ত বাণিজ্যতরী। রাজি হলো মনসা। মনসা সব ফিরিয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র কী?

সুদীপ চন্দ্র হালদার
কবি ও গবেষক
শেষ পর্ব

কালের তফাতে কলিযুগের মানুষের জন্য প্রায়োগিক নাও হতে পারে।

অর্থাৎ, একই স্মৃতিশাস্ত্র কিংবা এর নির্দেশনা সব সময়ের জন্য প্রায়োগিক নাও হতে পারে, স্থান-কাল-পাত্রের তফাতে। কিন্তু, শ্রুতি সর্বদাই ধ্রুব; স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শ্রুতির প্রায়োগিকতা অভিন্ন, অর্থাৎ, সর্ব ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক বলে শাস্ত্রীয় পন্ডিতেরা উল্লেখ করেছেন। শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে,"শ্রুতি-স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" অর্থাৎ, শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে কখনও কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে, সাঙ্ঘর্ষিকতা সৃষ্টি হলে কিংবা বুঝতে অসুবিধা হলে শ্রুতির নির্দেশনা অবশ্যই শ্রেয়তম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে- এটাই শাস্ত্রীয় নির্দেশনা বা অনুশাসন।

আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইনি পূর্বদিশার উপর আধিপত্য করেন, এবং পূর্বদিশাস্থ সকল দেবতাই তাঁহার কুলের অন্তর্গত। ইনি শিশির-ঋতুর মালিক, ইঁহার স্বাদ কটু ... অক্ষোভ্যকুলের আর একটি নাম দ্বেষকুল। দ্বেষ তমোগুণের দ্যোতক বলিয়া এই কুলের বর্ণ নীল" (বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ৩৯)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মহিলা সামরিক আধিকারিক কোর্স ২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী মহিলা শান্তিরক্ষীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

**নতুন দিল্লি, ২২ অগাস্ট, ২০২৫**

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং ২২ অগাস্ট, ভারত সহ ১৬টি দেশের মহিলা আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় যোগ দেন। এরা সকলেই নতুন দিল্লির মানেকশ সেন্টারে প্রায় দু সপ্তাহের রাষ্ট্রসঙ্ঘ মহিলা সামরিক আধিকারিক কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় সেন্টার ফর ইউনাইটেড নেশনস পিসকিপিং ১৮-২৯ অগাস্ট এই কোর্সের আয়োজন করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মিশনগুলিতে মহিলা সামরিক আধিকারিকরা যাতে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য তাদের পেশাদারি সক্ষমতা বাড়ানো এই কোর্সের লক্ষ্য।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলির বৃহত্তম অংশগ্রহণকারী হিসেবে ভারত চায় মহিলারা আরও বেশি সংখ্যায় এই সব মিশনে অংশগ্রহণ করুন। এই ধরনের উদ্যোগ মহিলা আধিকারিকদের জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে তুলবে।

শ্রী রাজনাথ সিং বলেন, সশস্ত্র বাহিনী এবং শান্তিরক্ষী বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। তারা যাতে কাজ করার এবং নেতৃত্ব দেওয়ার সমান সুযোগ পান তা নিশ্চিত করা হবে। এই বিষয়ে ভারত, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্য অংশীদার দেশগুলির সঙ্গেও একযোগে কাজ করতে আগ্রহী।

এই কোর্সে ভারতের ১২ জন মহিলা আধিকারিক ও ৫ জন শিক্ষানবিশ ছাড়াও আমেরিকা, কঙ্গো, মিশর, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, লাইবেরিয়া, মালয়েশিয়া, মরক্কো, নেপাল, সিয়েরা লিয়ন, শ্রীলঙ্কা, তানজানিয়া, উরুগুয়ে এবং ভিয়েতনামের মহিলা সামরিক আধিকারিকরা যোগ দেওয়ায় এটি প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময়ের এক প্রাণবন্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

শ্রী সিং বলেন, মহিলা আধিকারিকরা শান্তিরক্ষা মিশনগুলিতে এক অমূল্য দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষাপট এনেছেন। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে তারা অনেক সহজে মিশতে পারেন, তাদের আস্থা অর্জন করতে পারেন। বিশেষত মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া অনেক সহজ হয়। সংঘর্ষদীর্ণ কোনো সমাজের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মহিলা আধিকারিকদের উপস্থিতি যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে সহায়ক হয়, মানবিক সহায়তার নাগাল পেতে সাহায্য করে। এছাড়া মহিলা শান্তিরক্ষীরা স্থানীয় মহিলা ও শিশু কন্যাদের কাছে রোল মডেল হয়ে ওঠেন। তাঁদের দেখাদেখি মহিলা ও শিশুরাও শান্তি ও সুরক্ষা প্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই উপলক্ষে 'ব্লু হেলমেট ওডিসি: সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ ইন্ডিয়ান পিসকিপিং' শীর্ষক একটি জার্নালের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। এতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষা মিশনে ভারতের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার বিশদ বিবরণ রয়েছে। চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ও অন্য পদস্থ সামরিক আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

# রেলমন্ত্রী হিসাবে স্বপ্ন, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পূর্ণতা, কলকাতা মেট্রো নিয়ে নস্ট্যালজিক মমতা

**নতুন দিল্লি, ২২ অগাস্ট, ২০২৫**

কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মেট্রোর তিনটি রুটের উদ্বোধন করবেন তিনি। তার আগে কলকাতা মেট্রো পরিকাঠামো প্রসারে নিজের ভূমিকার কথা মনে করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শুক্রবার এক্স-এ পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, রেলমন্ত্রী থাকার সময়ে মহানগরের বিভিন্ন প্রান্ত— জোকা, গড়িয়া, এয়ারপোর্ট, সেক্টর ফাইভকে জুড়ে একটি ইনট্রা-সিটি মেট্রো গ্রিডের নকশা করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী একাধিক করিডর পরিকল্পনা ও মঞ্জুরি, তহবিল জোগান এবং কাজের সূচনাও করেছিলাম।

পোস্টে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশীদার হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন মমতা। তাঁর দাবি, রাজ্যের তরফে বিনামূল্যে জমি দেওয়া, রাস্তা তৈরি, উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের পুনর্বাসন, নানা প্রশাসনিক জট কাটানো— সব দিকেই সহযোগিতা করা হয়েছে। বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার সমন্বয় সাধনে মুখ্যসচিবরা ধারাবাহিকভাবে বৈঠক ডেকেছেন বলেও জানান তিনি। রেলমন্ত্রী হিসেবে যে পরিকল্পনা করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রিত্বে এসে তারই পূর্ণতা দেখেছেন মমতা।

পোস্টের শেষে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, কলকাতার মেট্রো বিস্তারের সঙ্গে তাঁর পথচলা দীর্ঘদিনের, "আজ একটু নস্ট্যালজিক হতে দিন।"

# নিখোঁজ বাংলাদেশের প্রবীণ হিন্দু সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ মিলল মেঘনা নদীতে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**ঢাকা:** বাড়ি থেকে অফিসে যাওয়ার পথে নিখোঁজ প্রবীণ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনা নদীতে। আজ শুক্রবার (২২ অগস্ট) বিকালে মুন্সীগঞ্জের কলাগাছিয়ায় মেঘনা নদীতে এক ব্যক্তির লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নৌ পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পরে রমনা থানা থেকে নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ছবির সঙ্গে মিল পাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়।মৃতের ছোট ভাই চিররঞ্জন সরকার জানিয়েছেন, 'গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ অগস্ট) সকাল ১০টা নাগাদ সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি থেকে অফিসে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বিভুরঞ্জন সরকার। মোবাইল ফোনটি বাড়িতে রেখে যান। রাতে বাড়ি না ফেরায় এবং কোনও খোঁজখবর না মেলায় রাতে রমনা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তার ছেলে ঋত সরকার। টানা ২৪ ঘন্টার বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকায় উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন পরিবারের সদস্যরা।। শুক্রবার বিকেলেই দুঃসংবাদ দিয়েছে পুলিশ।'ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের ডিসি মাসুদ আলম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'মেঘনা নদীতে নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর পরিবার শনাক্ত করার পরেই পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।' তবে কিভাবে প্রবীণ সাংবাদিকের মৃত্যু হলো, তা নিয়ে কিছু জানাতে রাজি হননি তিনি। তবে বিভুরঞ্জন আত্মহত্যা করেছেন বলেই অনুমান করছেন তদন্তকারীরা।

বাংলাদেশের সাংবাদিকমহলে 'অজাতশত্রু' হিসাবে পরিচিত ৭১ বছর বয়সী বিভুরঞ্জন সরকার চাকরি করতেন দৈনিক 'আজকের পত্রিকা'য়। সহকারী সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত কলাম লিখতেন। গত বছরের ৫ অগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরেই হিন্দু হওয়ার মূল্য চোকাতে হয় মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির অন্যতম যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত বিভুরঞ্জন সরকারকে। বাংলাদেশের প্রধান সারির অনলাইন সংবাদমাধ্যম 'বিডি নিউজ ২৪' এ 'খোলা চিঠি' নামে জীবনের শেষ লেখায় নিজের দুরবস্থা, হিন্দু হওয়ার অপরাধে মুহাম্মদ ইউনূসের জমানায় কিভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। লেখায় নিজের ও ছেলের অসুস্থতা, ডাক্তারি পাস মেয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় 'ফেল করা', বুয়েটে থেকে পাস করা ছেলের 'চাকরি না হওয়া' এবং নিজের আর্থিক দৈন্য নিয়ে হতাশার কথা বলেছেন তিনি।

(৩ পাতার পর)

# বিহারের গয়ায় ১২,০০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিহার সরকারের স্বচ্ছতার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারের তরুণদের নিজেদের রাজ্যেই যাতে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এই প্রকল্পে বেসরকারী ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রথম যোগ দেওয়া কর্মীকে কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

শ্রী মোদী বলেন, যে সব প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে, সেগুলির কাজ দ্রুত শেষ করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। গয়ায় রেল যোগাযোগের উন্নতির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। দুর্নীতির ইস্যুতেও বিরোধীদের আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশকে পুরোপুরি দুর্নীতি মুক্ত করতে তাঁর সরকারের আনা সাম্প্রতিক বিলের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। একজন মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী কারাগারে থেকেও কীভাবে ক্ষমতাভোগ করেন, সেই প্রশ্নও তোলেন শ্রী মোদী। এপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের আইনের আওতায় আনার কথাও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি কোনও সরকারি কর্মচারী ৪৮ ঘণ্টা জেলে থাকেন, তাঁর চাকরি চলে যায়। তা তিনি গাড়ির চালক, কেরানি কিংবা পিয়ন, যাই হোন না কেন। কিন্তু মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও জেল থেকে কীভাবে সরকার চালাতে পারেন? অতীতের দৃষ্টান্ত টেনে দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, "কিছু দিন আগে আমরা দেখেছি, কী ভাবে জেলে বসে বসে ফাইলে সই করা হচ্ছিল। সরকারের নির্দেশিকা কী ভাবে জেল থেকে জারি করা হচ্ছিল। নেতারাই যদি এমন আচরণ করেন, তবে আমরা কীভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব?"

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্য কোনও মন্ত্রী গ্রেফতার হলে, ৩০ দিনের মধ্যে তাঁদের জামিন দিতে হবে। তা না হলে তাঁদের পদ ছাড়তে হবে। এই বিলের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী দলগুলির কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, বিরোধী দলগুলির কোনও কোনও নেতা জামিনে মুক্ত রয়েছেন। কারও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা চলছে। তাই কারাগারে গেলে তাঁদের রাজনৈতিক স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যাবে, এই আশঙ্কা থেকেই তাঁরা বিলের বিরোধিতা করছেন বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী।

দেশে এবং বিহারে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে বিহারের সীমান্ত এলাকায় জনসংখ্যার হিসেব দ্রুত বদলে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের কোনওভাবেই বিহারের তরুণদের চাকরি কেড়ে নিতে দেওয়া হবে না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। এব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য বিহারের মানুষের কাছে আবেদন জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আজ গয়া ও দিল্লির মধ্যে চলাচলকারী অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন। বিহারে গঙ্গার ওপর ১.৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬ লেনের সেতুর পাশাপাশি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ৮.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আরিফ মহম্মদ খান, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতিশ কুমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং, শ্রী জিতন রাম মাঞ্জি, শ্রী গিরিরাজ সিং, শ্রী চিরাগ পাসোয়ান প্রমুখ ।

# সিনেমার খবর

## ভিন্ন পথে হাঁটতে চাইছেন দীপিকা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মা হওয়ার পর দীপিকা পাড়ুকোনের বেশ কিছু দিন ধরেই আছেন মাতৃত্বকালীন বিরতিতে। কিন্তু সেই বিরতি দীর্ঘায়িত হতে পারে এই অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে। ক্যারিয়ারের 'ভালো সময়ে' এসে অভিনয়ের পাশাপাশি ভিন্ন পথে হাঁটতে চাইছেন তিনি। অভিনয় কমিয়ে দিয়ে প্রযোজক হিসেবেই বেশি মনোযোগী হতে চাইছেন দীপিকা।

সংবাদমাধ্যম মিড-ডে জানিয়েছে, আগামী বছর নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচটি সিনেমা প্রযোজনা করবেন দীপিকা। হলিউডের আলোচিত 'দ্য ইন্টার্ন' সিনেমার স্বত্ব কিনেছিলেন দীপিকা। ২০২১ সালে দীপিকা ঘোষণা দিয়েছিলেন 'দ্য ইন্টার্ন' সিনেমার হিন্দি রিমেক তৈরি করবেন তিনি। আর সেটি তৈরি হবে নায়িকার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'কা প্রোডাকশনস' থেকে। তবে নানা কারণে সেই সিনেমার কাজ এগোয়নি।

এখন খবর এসেছে জটিলতা কাটিয়ে শিগগিরই 'দ্য ইন্টার্নের' হিন্দি রিমেকের শুটিং শুরু হচ্ছে। ন্যানসি মেয়ার্স পরিচালিত ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া 'দ্য ইন্টার্ন' সিনেমা মূল দুই চরিত্রে অভিনয় করেন রবার্ট ডি নিরো ও অ্যান হ্যাথাওয়ে। রিমেকে রবার্ট ডি নিরো অভিনীত সেই চরিত্রে অভিনয় করবেন অমিতাভ বচ্চন। আর প্রযোজনার পাশাপাশি হ্যাথাওয়ে অভিনীত চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল দীপিকার।

তবে মিড-ডে বলছে, দীপিকা আর এই সিনেমার অভিনয়ে থাকবেন না। তিনি প্রযোজকের গুরু দায়িত্ব পালন করবেন। দীপিকা প্রযোজনায় আরও মনোযোগী হওয়ার জন্যই এতে অভিনয় না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে লিখেছে 'মিড-ডে'। এর আগে 'কা প্রোডাকশনস' থেকে 'ছপ্পাক' ও '৮৩' তৈরি হয়েছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে মা হওয়ার পর এখনো নতুন কোনো সিনেমার শুটিং শুরু করেননি দীপিকা। তবে তিনি আলোচনায় আসেন 'স্পিরিট' সিনেমা ঘিরে। মাসখানের আগে খবর আসে ২০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক চাওয়ায় পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা তার 'স্পিরিট' সিনেমা থেকে দীপিকাকে বাদ দেন। এছাড়া সিনেমার লভ্যাংশেরও ভাগ চেয়েছিলেন নায়িকা।

দীপিকার 'অস্বাভাবিক' দাবির কারণেই নাকি পরিচালক এই সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া দীপিকা নির্মাতার কাছে বলেছিলেন, তিনি আট ঘণ্টা কাজ করবেন, এর বাইরে নয়। এছাড়া তেলেগু ভাষায় সংলাপ বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। 'স্পিরিট' থেকে দীপিকার বাদ পড়ার ঘটনা নিয়ে বলিউডে এর পর শুরু হয় অভিনেত্রীর পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক। তবে আগামীতে শাহরুখ খানের সঙ্গে 'কিং' সিনেমাতেও দেখা যাবে দীপিকাকে।

## আমির-সালমান-অক্ষয়ের সিনেমা পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে 'সাইয়ারা'

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মোহিত সুরির পরিচালনায় 'সাইয়ারা' ২০২৫-এ বলিউডে একের এর এক রেকর্ড গেড়েছে। এই সিনেমার সুবাদে নবাগত আহান পান্ডে ও অনিত পাড্ডা যেন রাতারাতি হয়ে উঠেছেন বি-টাউনের নতুন সেনসেশন। শুধু তারকাখ্যাতি নয়- 'সাইয়ারা' জায়গা করে নিয়েছে বছরের অন্যতম আলোচিত ও ব্লকবাস্টার ছবির তালিকায়। সেই সঙ্গে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে সিনেমাটি।

বলিউড হাঙ্গামার রিপোর্ট অনুযায়ী, 'সাইয়ারা' ২০২৫ সালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা। এটি বিশ্বব্যাপী আয় ৫৪১.১৩ কোটি রুপি, যার মধ্যে ভারতের অভ্যন্তরীণ আয় চার সপ্তাহে পৌঁছেছে ৩১৯.৭১ কোটি টাকা।

সিনেমাটি ইতিমধ্যেই পেছনে ফেলেছে আমির খানের 'সিতারে জামিন পর', অজয় দেবগনের 'রেইড ২', সালমান খানের 'সিকান্দার' এবং অক্ষয় কুমারের 'স্কাই ফোর্স'-এর মতো ছবিকে।

'সাইয়ারা' বিশেষ করে তরুণদের হৃদয়ে ঝড় তুলেছে। সিনেমা হলে দর্শকদের কাঁদার দৃশ্যও ভাইরাল হয়েছে- এটা প্রমাণ করে, গল্পের আবেগ কতটা গভীরভাবে ছুঁয়ে গেছে তাদের মন।

সিনেমার হলে সাফল্যের পর ওটিটিতে আসছে সিনেমাটি। যশরাজ ফিল্মসের কাস্টিং ডিরেক্টর শানু শর্মা ইনস্টাগ্রামে ঘোষণা করেছেন, ১২ সেপ্টেম্বর থেকে নেটফ্লিক্সে 'সাইয়ারা'র স্ট্রিমিং শুরু হবে। আহান ও অনিতের পোস্টার সম্বলিত রি-শেয়ার করা পোস্টে মুক্তির তারিখ নিশ্চিত হওয়ার পর থেকেই ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ।

## সারাকে 'প্রিয়তমা' সম্বোধন করে কারিনার শুভেচ্ছাবার্তা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর কারিনা কাপুরকে বিয়ে করেন সাইফ আলি খান। দাম্পত্য জীবনের এক দশকের বেশি সময় পার করে ফেলেছের সাইফ-কারিনা। সৎ মা হলেও কারিনার সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক সাইফের বড় দুই সন্তান ইব্রাহিম আলি খান ও সারা আলি খানের। বিশেষ করে কারিনা-সারার সম্পর্ক যে বন্ধুর মতো তা আগেও বলেছেন দুজনেই।

আজ ৩০-এ পা দিলেন সারা আলি খান। জন্মদিনে কারিনা কাপুর ইনস্টাগ্রামে একটি পুরনো ছবি শেয়ার করে সারাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, যেখানে সারা আলি খান, সাইফ আলি খান এবং ইব্রাহিম আলি খানকে দেখা যাচ্ছে। রয়েছেন তিনি নিজেও।

কারিনা লিখলেন, 'শুভ জন্মদিন প্রিয়তমা। আজকের দিনটি হোক তোমার জীবনের সেরা। তোমার জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা রইলো।' কারিনার পোস্টের পর শুভেচ্ছোয় ভাসছেন দুজনেই।

এর আগে কারিনা স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি সারার মা নন, কারণ তাদের মা রয়েছে। তারা অনেক বেশি বন্ধু। তবে সারাকে বিভিন্ন সময় নানা উপদেশ দিয়েছেন কারিনা। তার প্রেম জীবন নিয়েও নানা পরামর্শ দিয়েছেন।

সারাও বরাবরই কারিনাকে পছন্দ করেন। বাবার বিয়েতে প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিলেন। সারা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি কারিনাকে এতটাই ভালবাসতাম যে সে আমার বাবার স্ত্রী হয়ে গেল। আমরা বন্ধুর এটা নিয়ে রসিকতাও করে।'

পর্দায় কারিনাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সে কথাও স্বীকার করেছেন তিনি। কিন্তু শুধু এটুকুই নয়, সারা মনে করেন তিনি কারিনাকে ভালবাসেন, কারণ বাবা সুখে আছেন।

# কিউই জার্সিতে ১৭ ম্যাচ খেলা ব্রুস খেলবেন স্কটল্যান্ড দলে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সাড়ে পাঁচ বছর ধরে থমকে থাকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ এসেছে টম ব্রুসের সামনে। একটা সময় নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১৭ টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ডাক পেয়েছেন স্কটল্যান্ডের ওয়ানডে দলে।

চলতি মাসের শেষ দিকে কানাডায় হতে যাওয়া আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ-২ এর জন্য ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের ঘোষিত ১৫ সদস্যের দলে রাখা হয়েছে ৩৪ বছর বয়সী ব্রুসকে। সেখানে স্বাগতিক কানাডা ও নামিবিয়ার বিপক্ষে খেলবে স্কটিশরা।

বাবার সূত্রে স্কটল্যান্ডের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন ব্রুস। তার বাবার জন্ম স্কটল্যান্ডের এডিনবরায়। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে পাড়ি জমানোর ২০১৬ সালে স্কটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট দলের হয়ে খেলেছিলেন ব্রুস।

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পান তিনি। পরের মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় তার। নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে পাঁচ নম্বরে নেমে ৩৯ বলে অপরাজিত ৫৯ রানের ইনিংস খেলে দলের জয়ে অবদান রাখেন তিনি।

তবে পরের ১৫ ইনিংসে তিনি ফিফটি করতে পারেন আর কেবল একটি। ২০২০ সালে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ৫-০ তে হোয়াইটওয়াশ হওয়া সিরিজে টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর আর কখনও জাতীয় দলে সুযোগ পাননি তিনি। সব মিলিয়ে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১৭ টি-টোয়েন্টিতে ১৮.৬০ গড় ও ১২২.৩৬ স্ট্রাইক রেটে তিনি করেন ২৭৯ রান।

দারুণ ফর্মে থেকেই এবার স্কটল্যান্ড দলে ডাক পেলেন ব্রুস। নিউজিল্যান্ডের ২০২৪-২৫ ঘরোয়া মৌসুমে সব সংস্করণে সেন্ট্রাল ডিসট্রিক্টসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন তিনি। টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা সুপার স্মাশের ট্রফি জয়ে দলকে নেতৃত্ব দেন সামনে থেকে। ৫৬.৫০ গড় ও ১৫৭.৬৭ স্ট্রাইক রেটে ৩৩৯ রান করে তিনি ছিলেন আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।

পঞ্চাশ ওভারের প্রতিযোগিতা ফোর্ড ট্রফিতে দলকে নকআউট পর্বে নিয়ে যান ব্রুস। ৪৩.৪০ গড় ও ১০৮.০২ স্ট্রাইক রেটে ১০ ইনিংসে ৪৩১ রান করে তিনি ছিলেন আসরের তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। প্রথম শ্রেণির প্রতিযোগিতা প্লাঙ্কেট শিল্ডে অকল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৪৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তিনি, যা নিউ জিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। সবশেষ গত মাসে সেন্ট্রাল ডিসট্রিক্টসের হয়ে ক্যারিবিয়ানে গ্লোবাল সুপার লিগে খেলেন ব্রুস। স্কটল্যান্ড দলে ডাক পেয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত তিনি।

ব্রুস জানান, "আমার পরিবারে দীর্ঘ স্কটিশ ইতিহাস রয়েছে এবং আমি জানি তারা খুব গর্বিত হবে যে আমি বিশ্ব মঞ্চে স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করছি। পাঁচ বছর আগে নিউ জিল্যান্ডের হয়ে খেলার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি বিশ্ব মঞ্চে আমার সামর্থ্য দেখাতে চাই ও স্কটল্যান্ড দলকে সাফল্য অর্জনে সাহায্য করতে চাই, কারণ আমি জানি সাফল্য অর্জন ও দল হিসেবে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করার সামর্থ্য এই দলের আছে।"

# আইসিসির 'মাস সেরা' হয়ে ইতিহাস গড়লেন গিল

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আইসিসির মাস সেরার স্বীকৃতি পেয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিল। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে এই স্বীকৃতি অর্জন করলেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে প্রথম পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে চারবার 'আইসিসি প্লেয়ার অব দা মান্থ' হওয়ার রেকর্ড গড়লেন গিল।

আইসিসি নিজেদের ওয়েবসাইটে গত মাসের সেরাদের নাম ঘোষণা করে। যেখানে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ও দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার ভিয়ান মুল্ডারকে টপকে তিনি মাস সেরা ক্রিকেটার হোন।

গত মাসে ইংল্যান্ডে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ঝলমলে এক সময় কাটিয়েছেন গিল। কেবল আগস্ট মাসেই তিন ম্যাচে ৯৪.৫০ গড়ে করেছেন ৫৬৭ রান। এর মধ্যে এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে দুই ইনিংসে ২৬৯ ও ১৩১ রানের ইনিংস খেলে দলকে ১-১ সমতায় ফেরান।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যাচ বাঁচানো ইনিংসে করেন অপরাজিত ১০৩ রান। শেষ টেস্টে ৬ রানে জয় তুলে নিয়ে সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ করে ভারত। টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে এটি ছিল গিলের প্রথম সিরিজ, যেখানে ব্যাট হাতে ও নেতৃত্বে সমান উজ্জ্বল ছিলেন তিনি।

# আইপিএলে দল কেনার প্রশ্নে যা বললেন সালমান

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) নিয়ে ভারতের ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনার শেষ নেই। মাঠের লড়াই ছাপিয়ে এর উন্মাদনার রেষ ছাড়ায় গোটা ভারতে। সিনেমা ইন্ড্রাস্টি বলিউডের সঙ্গে আইপিএলের বেশ যোগসূত্র রয়েছে। বলিউডের শাহরুখ খান, জুহি চাওলা, প্রীতি জিন্তার মতো তারকারা ইতোমধ্যে আইপিএলে দল কিনেছেন। এই তারকাদের দেখানো পথে হেঁটে বলিউডের আরেক সুপারস্টার সালমান খানও কি কখনো আইপিএল দলের মালিক হবেন? এমন প্রশ্ন উঠেছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই প্রশ্নই করা হয় সালমানকে। জবাবে মজার ছলে সালমান বলেন, আইপিএল টিম কেনার মতো বয়স নেই আর! বুড়ো হয়ে গেছি।

তিনি বলেন, আসলে ২০০৮ সালে আমার কাছেও আইপিএল দল কেনার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। তবে বিষয়টা এরকমও নয় যে আমি অনুশোচনায় ভুগছি। আমি মজাতেই রয়েছি।

অদূর ভবিষ্যতে যে আইপিএলে দল কেনার কোনো পরিকল্পনা নেই, সেটিও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ভাইজান।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR